দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5/3/78 ... পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

সাংবাদিকতার অগ্রপথিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বিশিষ্ট লেখক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন গতকাল দুপুর ১২-৪০ মিনিটে পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না লিল্লাহে.......রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮২ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ হৃদরোগ ও ক্রনিক ব্রংকাইটিসে ভুগছিলেন। গত ২৭শে জানুয়ারী অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গতকাল বাদ মাগরেব বায়তুল মোকাররম মসজিদে মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দীনের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাযায় প্রেসিডেন্টের তথ্য উপদেষ্টা জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খানসহ বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। রাতে আজিমপুর পুরানো গোরস্তানে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়। শামসুদ্দীন সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই ছেলে, পাঁচ মেয়ে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও ভক্ত-অনুরক্ত রেখে গেছেন।

অসুস্থ অবস্থায় জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন পিজি হাসপাতালে একটি মেডিক্যাল বোর্ডের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। গত কয়েকদিন যাবৎ তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। আগামী তিন-চারদিনের মধ্যেই চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করার কথা ভাবছিলেন। গতকাল দুপুরে তিনি ঠিকই বাসায় এলেন কিন্তু সঙ্গে এলো একটি ডেথ সার্টিফিকেট। হাসপাতালেরই একটি এ্যাম্বুলেন্স বয়ে নিয়ে আসে তাঁর মরদেহ—আগামসীহ লেনের বাসায়।

কাল বেলা এগারোটার দিকে হঠাৎ তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে। মারাত্মক পালমনারী এম্বোলিজমে আক্রান্ত হয়ে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তাররা ছুটে এসে দুবার ইসিজি করেন ইসিজি-তে দেখা যায় তাঁর হৃদপিন্ডে রক্ত জমাট হয়ে গেছে। চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ঘনিয়ে আসে জীবনের শেষ মুহূর্তটি। মৃত্যুকালে শয্যাপাশে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। ছিলেন মেডিকাল বোর্ডের সদস্য ডঃ কর্নেল মালিক, ডঃ এস জি এম চৌধুরী, ডঃ আবদুল মান্নান, ডঃ মতিউর রহমান, ডঃ এম আর খান ও ডঃ এ আর খান।

দেশের সাংবাদিকতার অগ্রপথিক (শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ).

(প্রথম পৃঃ পর)

জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সুধী মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। রেডিও বাংলাদেশ সর্বপ্রথম বেলা ১টায় এক বিশেষ ঘোষণায় এই মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে। প্রেসিডেন্টের তথ্য ও বেতার উপদেষ্টা জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী হাসপাতালে গিয়ে সাংবাদিক-সাহিত্যিক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মরদেহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকবৃন্দ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। হাসপাতাল থেকে বেলা দেড়টায় মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর আগামসিহ লেনস্থ বাসভবনে। এখানে বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষক ও মরহুমের ভক্ত-অনুরক্তরা গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৯২২ সালে বৃটিশ-ভারতে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন দৈনিক মোহাম্মদীর সহকারী সম্পাদক হিসেবে। ১৯৭১ সালে দৈনিক পাকিস্তানের (বর্তমান দৈনিক বাংলা) সম্পাদক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি মুসলিম জগত, দি মুসলমান, দৈনিক সুলতান, মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক আজাদ, দৈনিক জেহাদ ও দৈনিক পাকিস্তানে সাংবাদিকতা করেন। সম্ভবত জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীনই ছিলেন উপ-মহাদেশের একমাত্র সাংবাদিক যিনি দীর্ঘ ৫০ বছর সাংবাদিকতা পেশায় সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এই দীর্ঘ ৫০ বছরের সাংবাদিকতার জীবনে জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন ৩০ বছরই জড়িত ছিলেন দৈনিক আজাদ ও আজাদের সহযোগী প্রকাশনার সাথে। তিনি এদেশের বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক সমাজে 'এডিটর সাহেব' হিসেবেই সবচাইতে বেশী পরিচিত ছিলেন।

জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন নিছক একজন পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন না। সুদীর্ঘ পেশাগত জীবনে গণমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও সমকালীন রাজনীতির আলোকে প্রদীপ্ত হয়েছিলেন তিনি। এদেশের সাংবাদিকদের কাছে 'সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন' একটি প্রতিষ্ঠানের মতো। বিনয়ী ও শিশুর মতো সরল এই মানুষটি নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে ছিলেন অসম্ভব রকম কঠিন ও দৃপ্ত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষার দাবীতে ছাত্র-জনতার মিছিলের ওপর গুলি-বর্ষণের প্রতিবাদে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যপদ ঘৃণাভরে ত্যাগ করেন। অথচ তিনি মুসলিম লীগের একজন সদস্য হিসেবেই পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। একই সাথে সে দিন তিনি মুসলিম লীগের সদস্য পদ থেকেও ইস্তফা দেন। পুলিশের গুলি চালনার তিন দিন পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাতে যে প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল, তার উদ্বোধনও করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। কোন তোষামোদ এই সরলপ্রাণ মানুষটিকে কোন দিন পরাভূত করতে পারেনি। এ দেশের সংগ্রামী মানুষের পাশে থেকে ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের দেয়া 'সিতারা-ই-কায়েদে আজম' উপাধি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

একজন আপোষহীন বুদ্ধিজীবী হিসেবে ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৬ সালে সরকার তাঁকে 'একুশে পদকে' ভূষিত করেন।

মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর ঘাত-সংঘাতে ভরা বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য জীবনের অভিজ্ঞতা ভাবীকালের জন্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন—'অতীত দিনের স্মৃতি' আত্ম-